

## পর্যটন হোক জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সেতু বন্ধন

"দেশে এখন খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নেই বললেই চলে। যুবসমাজ মোবাইল ফোন নিয়েই ব্যস্ত। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিশু-কিশোরদের শরীর চর্চা ও খেলাধুলার সকল সুযোগ সীমিত হয়েছে। দেশের খেলার মাঠ, খাস জমি প্রভাবশালীদের দখলে। এমন একটি অবস্থায় যুবসমাজের জন্য ভরসার জায়গা হলো পর্যটন"

শিক্ষা ও পর্যটন মানব সভ্যতার পথপ্রদর্শক। শিক্ষা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালায়। বই-পুস্তক পাঠ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সনদ লাভ করা যায়। কিন্তু শতভাগ জ্ঞানার্জন করা যায় না। জ্ঞান লাভের কার্যকর পদ্ধতি ভ্রমণ বা পর্যটন। আধুনিক বিশ্বে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অঙ্গ পর্যটন। শিক্ষা ও পর্যটন প্রায় সমার্থক। শিক্ষা মানব জাতির মেরুদণ্ড হলে, পর্যটন সভ্যতার হৃদপিণ্ড। মানব মনের জানার আগ্রহ থেকে পর্যটন শিল্পের উৎপত্তি। পর্যটন শুধু বিনোদন নয়, পৃথিবীর রহস্য জানা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিভিন্ন দেশ জাতিগোষ্ঠীর ভাষা জীবনাচার ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাববিনিময়ে পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

১৯৭০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মেক্সিকো সিটিতে জর্জ ফাদুল এর সভাপতিত্বে এক বৈঠকে বিশ্ব পর্যটনের গঠনতন্ত্র রচনা করা হয়। ১৯৭২ সালে গেজেট প্রকাশের পর ১৯৮০ সাল থেকে সমগ্র বিশ্বে দিনটি পালন করা হচ্ছে। বর্তমানে ৫৬ বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর অনেক দেশ কেবল মাত্র পর্যটন শিল্পে সমৃদ্ধশালী হয়েছে। বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়ের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির খাত পর্যটন। বিশ্বপর্যটন সংস্থার হিসাব মতে, প্রতি বছর অনেক দেশ পর্যটন শিল্প থেকে ২ কোটি লাখ টাকা আয় করে। চলতি বছর আগস্ট পর্যন্ত ৮ মাসে ১৫৪ কোটি থেকে ১৬০ কোটি পর্যটক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। এর মধ্যে ইউরোপে ৬৫.২ কোটি, আমেরিকা ২০.৭

কোটি, আফ্রিকা ৩.১ কোটি এবং এশিয়ায় প্রায় ২ কোটি, এর মধ্যে মালয়েশিয়ায় ২২.১২ লাখ, থাইল্যান্ড ১ কোটি ৫৭ লাখ, ইন্দোনেশিয়া ৭৪.৫ লাখ, ভিয়েতনাম ১ কোটি ২৩ লাখ, সিঙ্গাপুর ২১.৭ লাখ, ভারত ৫৮ লাখ, জাপান ২ কোটি ১ লাখ ২৪ হাজার, চীন ২০ লাখ ৫৮ হাজার, বাংলাদেশে ৭ হাজার ৭৮৯ জন বিদেশি পর্যটক আসেন এবং দেশের অভ্যন্তরে ১ কোটি ৪০ লাখ লোক বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন। শুধু শীতকাল নয়, ঝড় বৃষ্টি তুফান প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে তরুণ-তরুণীরা ১২ মাস দেশের পর্যটনকেন্দ্রে যাচ্ছেন।

বিশাল এ পৃথিবীতে সৃষ্টির অপূর্ব আয়োজন—কত নদী, কত গিরি-পর্বত সৌন্দর্যের রূপ ঢেলে সেজে বসে আছে। দেশ ভ্রমণ আল্লাহর আনুগত্যের গভীরে মানুষকে নিয়ে যায়। পর্যটন বিশ্বের মানুষের সাথে সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্কের প্রসার মনুষ্যত্ব এবং জ্ঞান গৌরবের সেতু তৈরি করে। UN Tourism এর সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০২০ সালে বিশ্বে পর্যটক ছিলেন ৪০.৭ কোটি, ২০২১ সালে ৪৫.৭ কোটি, ২০২২ সালে ৯৬.৩ কোটি, ২০২৩ সালে ১২৮.৬ কোটি, ২০২৪ সালে ১৪০ কোটি এবং ২০২৫ সালে ১৫২কোটি। ২০২৪ সালে ইউরোপে পর্যটক ছিলেন ৬০.৯ কোটি, আমেরিকা ১৯.৪ কোটি, আফ্রিকা ২.৬ কোটি, ২০২৫ সালে ইউরোপে ৬৩.৩ কোটি, আমেরিকা ১৯.৭ কোটি, আফ্রিকা ২.৮ কোটি। UN Tourism এর মতে, ২০২৬ সালে সারা বছরে বিশ্বে পর্যটক হতে পারে প্রায় ১৬০ কোটি। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দেশ বারব্যাডোস, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, জামাইকা, অ্যান্টিগা ও বার্বুডা, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট কিটসও নেভিস, সেন্টভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন, গ্রেনাডা, ডমিনিকা, হাইতি, কিউবা, বাহামা এসব দেশের মধ্যে একমাত্র ভরসা পর্যটন। এসব দেশের মধ্যে কেবল ত্রিনিদাদে কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। বাকি দেশগুলো প্রকৃতির সম্পদ ছাড়াই নিজের সাজানো পরিকল্পনায় পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছে। ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া জনগণ দেশকে পর্যটনে আকর্ষণীয় করতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পর্যটকদের নিরাপত্তা, ভালো ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, কম দামে জিনিসপত্র বিক্রি করে সর্বাবস্থায় মানবিক ভালো আচরণ করে পর্যটকদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। এসব দেশের চেয়ে অনেক পেছনে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ স্বল্প আয়তনের জনবহুল দেশ হলেও অনেক দেশের তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। নৈসর্গিক অপরূপ সৌন্দর্যের কারণে, কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায় বলেছেন, ‘সকল দেশের রানী সে যে, আমার জন্ম ভূমি’। বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বলেছিলেন, ‘পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপময়ী ও সমৃদ্ধশালী জাতি ও দেশ ‘বাঙালি ও বাংলাদেশ’। প্রখ্যাত শিল্পী অননন্দা শংকর রায়, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস দেখে মন্তব্য করেছিলেন, ‘অর্ধেক সুন্দরী তুমি, অর্ধেক কল্লনা’। আমার বাংলাদেশ সবুজ শ্যামল পাহাড় পর্বত হাওড় বিল বিল সবুজের খেত ভরা ধান নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে কোনো কল্লনা করতে হয় না, সবই দৃশ্যমান ও অনুভব্য। বাংলাদেশের প্রকৃতি মাতৃত্বের মতো শান্তি ও স্নেহময়ী। পাহাড়পুর, রাজ্জামাটি, সাগরদিঘি, সুন্দরবন, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, ময়নামতি, খানজাহান আলির মাজার, বাগের হাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, পাথরঘাটা, সোনারগাঁও, কর্ণফুলী টানেল, পদ্মা-মেঘনা সেতু, টুঙ্গিপাড়া, আহসান মঞ্জিল, জাফলং, ভোলাগঞ্জ, চলন বিল, টাঙ্গুয়ার হাওড়, হাকালুকি, যাদুকাটা নদী, মিঠামইন হাওড়, টেকের ঘাট, সিলেটের চা বাগান, সুনামগঞ্জের শিমুল বাগান, মাধবকুণ্ডসহ কয়েক শতাধিক পর্যটনকেন্দ্র দেশি-বিদেশি পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এসব পর্যটনকেন্দ্রে একবার আসলে মায়ার জাদুতে আকৃষ্ট হয়ে বার বার ফিরে আসতে হয়, পর্যটকদের।

বাংলা নামের এ ভূখণ্ড একসময় অবহেলিত ছিল। অবস্থা এমন ছিল যে, এ অঞ্চলের মানুষ ৭০ থেকে ৮০ বছর বেঁচেও নিজের জেলা পর্যন্ত ঘুরে দেখতে পারেনি। না ছিল শিক্ষা, না ছিল আর্থিক অবস্থা, দেশ জুড়ে ছিল কাঁচা পানি, আর আইলের মতো মাটির রাস্তা। কিন্তু গত আড়াই দশকে ক্রমাগত দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হওয়ায় এখন ৭ থেকে ৮ ঘণ্টায় দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আসা-যাওয়া করা যায়। পদ্মা ও যমুনা সেতু পর্যটনে যোগাযোগের এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার ও সুন্দরবন বিদেশি পর্যটকরা এসে দেশ ঘুরে অনেক খুশি হচ্ছেন। ট্যুরিজম কাউন্সিলের তথ্য মতে, প্রতি বছর ৫০ থেকে ৬০ লাখ লোক দেশের অভ্যন্তরে পর্যটন স্পট ঘুরে দেখেন, ১৫ লাখ পরোক্ষভাবে এবং ২৬ লাখ প্রত্যক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত। পর্যটন খাত থেকে প্রতি বছর আয় হচ্ছে ১০ হাজার কোটি টাকা। ২০১২ সালে জিডিপিতে পর্যটনের আয় ছিল, ৩৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। ওয়ার্ল্ড ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের মতে, বাংলাদেশ

পর্যটনে বিশ্বের ১৮তম দেশ। ২০২৬ সালে জিডিপিতে আয় হতে পারে ৭০৩৮.০১ মিলিয়ন টাকা এবং ২০৩৪ সালে হবে ১ হাজার ৫৯৬ মিলিয়ন টাকা। আমাদের দেশে ভিসা জটিলতা, এয়ারপোর্টে ও যানবাহনে পর্যটকদের হয়রানি, ইচ্ছামতো ভাড়া আদায় এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়ায় বিদেশি পর্যটক আসা কমে যাচ্ছে।

দেশে এখন খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নেই বললেই চলে। যুবসমাজ মোবাইল ফোন নিয়েই ব্যস্ত। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিশু-কিশোরদের শরীর চর্চা ও খেলাধুলার সকল সুযোগ সীমিত হয়েছে। দেশের খেলার মাঠ, খাস জমি প্রভাবশালীদের দখলে। এমন একটি অবস্থায় যুবসমাজের জন্য ভরসার জায়গা হলো পর্যটন। পর্যটন সামাজিক মূল্যবোধ নৈতিকতা, বিনোদন, ভাষা, সংস্কৃতি, শিষ্টাচার ও জ্ঞান বিনিময়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে। কোনো কোনো অঞ্চলে পর্যটনে সুযোগ না থাকায় উঠতি বয়সি তরুণরা কিশোর গ্যাং গঠন করে অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

প্রকৃতির দেওয়া অপরূপ সৌন্দর্য বাংলাদেশ এখনো হারায়নি। দেশকে উন্নয়নের উঁচু চূড়ায় নিয়ে যেতে হলে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, নেপাল থাইল্যান্ডকে অনুসরণ করে দেশের খ্যাতিনামা পর্যটন স্থান তেলে সাজাতে হবে। বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে দেশের গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটকদের পৃথক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ, হোটেলে স্বল্প খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, এয়ারপোর্টে হয়রানি বন্ধ, ট্যুরিস্ট পুলিশ বাড়ানো, কিশোর গ্যাং, পকেটমার, ছিনতাইকারী এবং বিশেষ করে ভিক্ষুকের উৎপাত বন্ধ করে দেশে একটি শান্তির পরিবেশ তৈরি করতে পারলে পর্যটনের আয়ে বদলে যাবে বাংলাদেশ।

**এ এইচ এম ফিরোজ আলী, লেখক ও গবেষক**